ফিশারিজ নিউজলেটার

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

www.fri.gov.bd ভলিউম : ২৩, সংখ্যা : ০১; ২০২৪

ISSN 1023-9448

জনাব মোঃ আব্দুর রহমান এমপি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নতুন মন্ত্রী

উপমহাদেশের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর অন্যতম সদস্য জনাব মো. আব্দুর রহমান এমপি গত ১৪ জানুয়ারি ২০২৪ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জনাব রহমান ১৯৫৪ সালের ৯ মার্চ ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলার কামালদিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মো. শরিয়তউল্যা ও মাতার নাম আয়েশা শরিয়তউল্যা। কৈশোরেই রাজনীতিতে হাতেখড়ি তাঁর। দশম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে তিনি সহপাঠীদের নিয়ে ফরিদপুরে ১৯৬৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন শিক্ষক অধ্যাপক ড. শামসুজ্জোহা হত্যাকান্ডের তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন মানসিকতা আর প্রতিবাদী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাঁকে ক্রমেই রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করে। পরবর্তীতে তিনি ফরিদপুরের খরসূতি চন্দ্র কিশোর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়

এরপর পৃষ্ঠা ০২

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব জনাব মোহাং সেলিম উদ্দিন

মোহাং সেলিম উদ্দিন গত ১ জানুয়ারি ২০২৪ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে যোগদান করেছেন। তিনি ১৯৯৪ সালের ২৫ এপ্রিল নওগাঁ জেলায় সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি চাঁদপুর, বান্দরবান পার্বত্য জেলা ও বান্দরবান জেলা পরিষদে সহকারী ও সিনিয়র সহকারী কমিশনার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি কক্সবাজার জেলার

এরপর পৃষ্ঠা ০৬

‘জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০২৪’ পালিত

‘ইলিশ হলো মাছের রাজা, জাটকা ধরলে হবে সাজা’ প্রতিপাদ্যকে সামনে নিয়ে গত ১১-১৭ মার্চ দেশব্যাপী জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০২৪ পালিত হয়। গত ১১ মার্চ ২০২৪ চাঁদপুর জেলার সদর উপজেলার মোলহেডে ‘জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০২৪’ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মো. আব্দুর রহমান এমপি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয়

‘জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০২৪’ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মো. আব্দুর রহমান এমপিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

মন্ত্রী ডাঃ দিপু মনি এমপি, চাঁদপুর-৪ আসনের সম্মানীয় সংসদ সদস্য জনাব মুহম্মদ শফিকুর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাং সেলিম উদ্দিন। উদ্বোধন শেষে আলোচনা সভা ও চাঁদপুর সদর বড় স্টেশন এলাকায় মেঘনা নদীতে বর্ণাঢ্য নৌ র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

এরপর পৃষ্ঠা ০৪

বিএফআরআই এর নতুন মহাপরিচালক ড. মো. জুলফিকার আলী

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ৮ এপ্রিল ২০২৪ তারিখের এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার ড. মো. জুলফিকার আলীকে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) এর মহাপরিচালক (গ্রেড-২) হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেছে। ইতিপূর্বে তাঁকে গত ১২ অক্টোবর ২০২৩ বিএফআরআই এর মহাপরিচালক পদে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল। দেশের স্বনামধন্য মৎস্য পুষ্টিবিজ্ঞানী ড. মো. জুলফিকার আলী ২০০১ সালে যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অফ স্টার্লিং থেকে ফিশ নিউট্রিশন এবং ফিড টেকনোলজি বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

তিনি ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসসি ইন ফিশারিজ টেকনোলজিতে প্রথম শ্রেণিতে ১ম এবং ১৯৮৬ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি ফিশারিজ (সম্মান) ডিগ্রি অর্জন করেন। ড. মো. জুলফিকার আলী ১৯৮৯ সালে বিএফআরআই, ময়মনসিংহস্থ স্বাদুপানি কেন্দ্রে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ইনস্টিটিউটের একই কেন্দ্রে উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে পদোন্নতি পান।

এরপর পৃষ্ঠা ০৪

সম্পাদকীয়

বিএফআরআই এর পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিবাদন। ফিশারিজ নিউজলেটার পাঠকদেরকে বাংলা নববর্ষ ১৪৩১-এর শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে বিগত ছয় মাসে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে; যা বর্তমান সংখ্যায় স্থান পেয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো মহাশোল মাছের নতুন প্রজাতি (*Tor barakae*) সন্ধান বিষয়ক সংবাদ, উপকূলীয় চিংড়ি ঘেরে চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধিতে জলজ আগাছা নাজাস ইন্ডিকা (*Najas indica*) চাষের উপকারিতা বিষয়ক নিবন্ধ। এছাড়াও লেখক, বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কর্মীদের মাছ চাষ বিষয়ক গৃহীত গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম এবং এর বিস্তৃত ফলাফল সুফলভোগীদের কাছে সম্প্রসারণের জন্য অনুরোধ করছি। ফিশারিজ নিউজলেটার শুধু মৎস্যবিজ্ঞানীদের জন্যই না বরং এই প্রকাশনাটি মৎস্যবিদসহ মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের সকলের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ।

ড. মো. জুলফিকার আলী

বিএফআরআই-এ ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ২০২৪ উদযাপন

জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. জুলফিকার আলী

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট গত ৭ মার্চ ২০২৪ জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. জুলফিকার আলীর নেতৃত্বে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বাদুপানি কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. অনুরাধা ভদ্র, সদর দপ্তরের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. ডুরিন আখতার জাহান ও মো. শহীদুল ইসলামসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। উল্লেখ্য, দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে ইনস্টিটিউটে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও ভবনসমূহে বর্ণিল আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়।

'অফিস ব্যবস্থাপনা, বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন লিখন ও মূল্যায়ন পদ্ধতি' শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. আব্দুল কাইয়ুম

'অফিস ব্যবস্থাপনা, বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন লিখন ও মূল্যায়ন পদ্ধতি' শীর্ষক এক প্রশিক্ষণ গত ৯ ডিসেম্বর ২০২৩ ময়মনসিংহস্থ ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. আব্দুল কাইয়ুম এবং সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. জুলফিকার আলী। প্রশিক্ষণে অতিরিক্ত সচিব মহোদয় বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সংক্রান্ত প্রাথমিক ধারণা ও এসিআর সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা, অনুশাসনমালা, ডোসিয়ারে সংরক্ষণযোগ্য বিষয়াদি; অনুবেদনাধীন, অনুবেদনকারী ও প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ক দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। সভাপতির বক্তব্যে ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. জুলফিকার আলী বার্ষিক অনুবেদন সংক্রান্ত নির্দেশাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করার তাগিদ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণে স্বাদুপানি কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. অনুরাধা ভদ্র, সদর দপ্তরের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব মো. শহীদুল ইসলাম, ড. ডুরিন আখতার জাহানসহ ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তর ও স্বাদুপানি কেন্দ্রের বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ৫০ জন বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

জনাব মোঃ আব্দুর রহমান এমপি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নতুন মন্ত্রী...

১ম পৃষ্ঠার পর

শাখা ছাত্রলীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য যুবকদের সংঘবদ্ধ করেন এবং পরবর্তীতে ভারতের রানাঘাট ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে ফিরে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনে জনাব মোঃ আব্দুর রহমান বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনে নানা পদ অলংকৃত করেন। তিনি ১৯৭৩ সালে ফরিদপুর সরকারি ইয়াছিন কলেজ ছাত্র সংসদের সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ১৯৭৪ সালে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। কলেজে অধ্যয়নকালে ১৯৭৩ সালে তিনি বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ফরিদপুর জেলা শাখার প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক পদেও দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পরিবারের অধিকাংশ সদস্যসহ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নৃশংস হত্যাকান্ডের শিকার হলে তিনি প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন। এ সময় তিনি আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন ও দীর্ঘদিন কারাবরণ করেন।

জনাব মোঃ আব্দুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে তিনি এল.এল.বি ডিগ্রি অর্জন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পরপরই তিনি ছাত্রলীগের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন। তিনি ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদের কার্যনির্বাহী সদস্য ও ১৯৮৪ সালে যুগ্মসাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন। ছাত্রসমাজের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতা জনাব মোঃ আব্দুর রহমানকে ১৯৮৬ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেন। তিনি ১৯৮৬-১৯৮৮ মেয়াদে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালনকালীন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের নিয়ে তৎকালীন শাসক স্বৈরাচার এরশাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলেন। ২০০১-২০০২ মেয়াদে তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সদস্য ছিলেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ১৭তম সম্মেলনে তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পান ও ২০০২-২০০৯ মেয়াদে এ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০০৮ সালে জাতীয় নির্বাচনে নৌকা প্রতীক নিয়ে প্রথমবারের মতো ফরিদপুর-১ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ২০১৪ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দ্বিতীয়বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২০তম জাতীয় সম্মেলনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পান ও ২০১৬-২০১৯ মেয়াদে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০১৯ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২১তম জাতীয় সম্মেলনে সভাপতিমন্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। বর্তমানে জনাব মো. আব্দুর রহমান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার মনোনয়ন বোর্ডের সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে পরীক্ষিত, ত্যাগী, কর্তব্যনিষ্ঠ ও বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ জনাব মোঃ আব্দুর রহমান ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফরিদপুর (বোয়ালমারী, মধুখালী ও আলফাডাঙ্গা) সংসদীয় আসন থেকে তৃতীয়বারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর সহধর্মিনী একজন স্বনামধন্য চিকিৎসক। আদর্শবাদী এ রাজনীতিবিদ ব্যক্তিজীবনে চার সন্তানের গর্বিত জনক।

“ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধিতে অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা, জাটকা সংরক্ষণ ও গবেষণা অগ্রগতি” শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন

কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাং সেলিম উদ্দিন

জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এর আয়োজনে “ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধিতে অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা, জাটকা সংরক্ষণ ও গবেষণা অগ্রগতি” শীর্ষক এক কর্মশালা গত ১৬ মার্চ ২০২৪ ঢাকার ফার্মগেইটে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাং সেলিম উদ্দিন। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. আব্দুল কাইয়ূম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব এ. টি. এম. মোস্তফা কামাল ও মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সৈয়দ মো. আলমগীর। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বিএফআরআই এর মহাপরিচালক ড. মো. জুলফিকার আলী। কর্মশালার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিএফআরআই এর উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ আশরাফুল আলম। কর্মশালায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী, মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা, মৎস্যজীবি ও ইলিশ জেলে প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

‘টুওয়ার্ডস সাসটেইনেবল এ্যাকুয়াকালচার’ বিষয়ক আর্ন্তজাতিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) রাষ্ট্রদূত জনাব মাসুদ বিন মোমেন

গত ৩-৫ মার্চ ২০২৪ মেয়াদে ‘টুওয়ার্ডস সাসটেইনেবল এ্যাকুয়াকালচার : এ্যান আসিয়ান বাংলাদেশ ইনিশিয়েটিভ অন এন্টিবায়োটিক স্টুয়ার্ডশিপ, গুড প্রাকটিস এন্ড ক্লাস্টার ফার্মিং’ শীর্ষক তিন দিনব্যাপী আর্ন্তজাতিক কর্মশালা ময়মনসিংহস্থ সিলভার ক্যাসেল রিসোর্টে অনুষ্ঠিত হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর ও আসিয়ান সেক্রেটারিয়েট কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত এ কর্মশালার উদ্বোধন করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব মাসুদ বিন মোমেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্র সচিব মাননীয় রাষ্ট্রদূত জনাব মাসুদ বিন মোমেন বলেন, টেকসই মৎস্যচাষ খাতে সহযোগিতা জোরদার করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ এবং আসিয়ান দেশগুলোর মাঝে সেরা অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোই এ কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য। তিনি প্রত্যাশা করেন যৌথ সহযোগিতা ও ফলপ্রসু অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ এবং আশিয়ান দেশসমূহের মৎস্যখাত সমৃদ্ধ হবে। মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সৈয়দ মো. আলমগীর এর সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সচিব জনাব মোহাং সেলিম উদ্দিন, চার্জ ডি অ্যাফেয়ার্স, রিপাবলিক অব সিঙ্গাপুর হাই কমিশন ও আসিয়ান ঢাকা কমিটির সভাপতি মিসেস শীলা পিল্লাই; বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. জুলফিকার আলী। কর্মশালায় ঢাকার আসিয়ান মিশনের প্রধান, খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রতিনিধি, নীতিনির্ধারক এবং গবেষকবৃন্দসহ ১০ দেশের প্রায় ৬০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

‘ফিস হেলথ্ ম্যানেজমেন্ট: ভ্যাকসিনেশন’ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

মালয়েশিয়া ইউপিএম এর প্রতিনিধি ড. ইনা সালওয়ানি এর হাতে সুভ্যেনির তুলে দিচ্ছেন বিএফআরআই এর মহাপরিচালক ড. মো. জুলফিকার আলী

‘ফিস হেলথ্ ম্যানেজমেন্ট: ভ্যাকসিনেশন’ শীর্ষক এক কর্মশালা গত ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। বিএফআরআই ও ইউনিভার্সিটি পুত্রা মালয়েশিয়া (ইউপিএম) এর যৌথ উদ্যোগে কর্মশালাটি আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় সভাপতির বক্তব্যে ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. জুলফিকার আলী বলেন, গবেষণার মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিএফআরআই নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি আশা করেন, ইউপিএম ও বিএফআরআই পারস্পারিক যৌথ সহযোগিতার মাধ্যমে মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও রোগ প্রতিরোধের মাধ্যমে দেশে নিরাপদ মাছের উৎপাদন নিশ্চিত করতে পারবে। কর্মশালায় মাছের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভ্যাকসিন প্রয়োগ বিধির গুরুত্ব তুলে ধরে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন ইনস্টিটিউটের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. সিরাজুম মনির। ইউপিএম এর ইনস্টিটিউট অফ বায়োসায়েন্সেস অ্যান্ড থেরাপিউটিকস ল্যাবরেটরির গবেষক ড. ইনা সালওয়ানি ও ড. মোহাম্মদ নূর আমাল আজমি কর্মশালায় জলজ প্রাণির স্বাস্থ্য এবং মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভ্যাকসিন উৎপাদন, গবেষণা ও চিকিৎসার ওপর পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাবৃন্দ, বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

‘উদ্ভাবনী উদ্যোগ চিহ্নিতকরণ’ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

‘উদ্ভাবনী উদ্যোগ চিহ্নিতকরণ’ শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. তোফাজ্জেল হোসেন

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনার আওতায় ‘উদ্ভাবনী উদ্যোগ চিহ্নিতকরণ’ শীর্ষক কর্মশালা গত ২০ জানুয়ারি ২০২৪ ইনস্টিটিউটের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী কর্মশালার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. জুলফিকার আলী। প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন বলেন, বর্তমান সরকার স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রযুক্তিগত দক্ষতার পাশাপাশি নতুন নতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে নাগরিক সেবা নিশ্চিত করতে আন্তরিকতার সাথে কাজ করছেন। যদি এ উদ্ভাবনী উদ্যোগগুলো আমরা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে পারি তবেই সোনার বাংলা গড়া সম্ভব হবে। সভাপতির বক্তব্যে ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. জুলফিকার আলী কর্মশালায় উত্থাপিত চিহ্নিত উদ্ভাবনী উদ্যোগ দ্রুততার সাথে বাস্তবায়নের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন ও সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। কর্মশালায় ইনস্টিটিউটের পরিচালক, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাবৃন্দ, কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র প্রধান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাসহ ইনস্টিটিউটের প্রায় ৬০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের মৎস্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তরে বিগত ২-৪ মার্চ ২০২৪ মেয়াদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৬ জন শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে ‘Fisheries Research and Development’ শীর্ষক এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. জুলফিকার আলী। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, মৎস্য খাত বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে অতি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে আজ সর্বজনস্বীকৃত। এ সময় তিনি বিএফআরআই উদ্ভাবিত প্রযুক্তি প্রশিক্ষণার্থীদের সামনে তুলে ধরেন এবং দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা মেটাতে মৎস্য খাতে আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত হওয়ার আহবান জানান। প্রশিক্ষণে শিক্ষার্থীদের দেশীয় মাছের সংরক্ষণ ও প্রজনন, মাছের কৃত্রিম প্রজননে আন্তঃপ্রজনন সমস্যা, মাছের খাদ্য ও পুষ্টি, রোগ ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, উপকূলীয় মৎস্যচাষ, কুঁচিয়া মাছের চাষ, স্বাদুপানির ঝিনুকে মুক্তা চাষসহ বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্রবিজ্ঞান ও প্রাণিবিদ্যা বিভাগের ইন্টার্নশীপ প্রোগ্রামের আওতায় ৩৬ জন্য শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে বক্তব্য রাখছেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. জুলফিকার আলী

বিএফআরআই এর নতুন মহাপরিচালক ড. মো. জুলফিকার আলী...

১ম পৃষ্ঠার পর

এছাড়া তিনি ইনস্টিটিউটে ময়মনসিংহস্থ স্বাদুপানি কেন্দ্রের উপপরিচালক হিসেবেও অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ইনস্টিটিউটের কক্সবাজারস্থ সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও কেন্দ্র প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তরে গবেষণা ব্যবস্থাপনা বিভাগে এবং পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগে মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তরে পরিচালক (গবেষণা ও পরিকল্পনা) ও সর্বশেষ ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তরে পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ওয়ার্ল্ড ফিশ-বাংলাদেশ এর জাতীয় পরামর্শক এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থায় (FAO) জাতীয় পরামর্শক ও মৎস্য খাদ্য ও পুষ্টি বিশেষজ্ঞ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ মাছের গুণগতমানসম্পন্ন খাদ্যের ফরমুলেশন, খাদ্য প্রয়োগ কৌশল এবং খামার উপযোগী স্বল্পমূল্যের মৎস্য খাদ্য তৈরির পিলেট মেশিন উদ্ভাবন করেন। তাছাড়া, তিনি মৎস্য ও চিংড়ির মানসম্মত ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০০৪ সালে `Fish Feed Reference Standards for Bangladesh’ শিরোনামে একটি গাইড বই প্রণয়ন করেন। দেশে ‘মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০’ এবং ‘মৎস্যখাদ্য বিধিমালা ২০১১’ প্রণয়ন এবং ‘মৎস্যখাদ্য উৎপাদন, আমদানী ও বিপণন বিষয়ে প্রতিপালনীয় দিকনির্দেশিকা’ প্রণয়ণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। বিশিষ্ট মৎস্য পুষ্টিবিজ্ঞানী ড. মো. জুলফিকার আলী আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে ৬০টিরও বেশি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে ও তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৫টি। এছাড়াও তাঁর গবেষণা মনোগ্রাফের সংখ্যা ৩৫টি। ইনস্টিটিউটে তাঁর উদ্ভাবিত প্রযুক্তির সংখ্যা ৫টি। তিনি বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮ জন এমএস শিক্ষার্থীর থিসিস সুপারভাইজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ২টি পিএইচডি থিসিস মূল্যায়ন করেছেন। তিনি বর্তমানে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য, কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ড. আলী ১৯৬৫ সালের ২৫ জুন নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ডা. মো. আবুল কাশেম ও মাতার নাম এফতারা বেগম। ব্যক্তিজীবনে তিনি তিন পুত্র সন্তানের জনক।

‘জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০২৪’ পালিত...

১ম পৃষ্ঠার পর

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে জাটকা রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সর্বসাধারণকে বিশেষ করে জেলে, মৎস্যজীবী সম্প্রদায় ও ইলিশের সাথে সম্পৃক্ত ব্যবসায়ী, আড়তদারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন হওয়ার আহবান জানান। এ সময় তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকারের মৎস্যবান্ধব নীতি বাস্তবায়নের ফলে দেশে মা ইলিশ সংরক্ষণ ও জাটকা রক্ষার মাধ্যমে ইলিশের উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পাবে এবং ইলিশ সাধারণ মানুষের জন্য আরো সহজলভ্য হবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সৈয়দ মো. আলমগীর, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. জুলফিকার আলী ও চাঁদপুর জেলার জেলা প্রশাসক জনাব কামরুল হাসানসহ বিএফআরআই ও মৎস্য অধিদপ্তর এর কর্মকর্তাসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিবর্গ।

সাম্প্রতিক গবেষণা সাফল্য

চিংড়ির উৎপাদন, স্বাস্থ্য ও ঘেরের পরিবেশ সুরক্ষায় কাঁটা শ্যাওলা (*Najas indica*)

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বিশেষ করে বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরায় প্রধান উৎপাদনকারী ফসল হলো চিংড়ি। চিংড়ির স্বাস্থ্য ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে, মাটি ও পানির ভৌত রাসায়নিক গুণাগুণ এবং ঘেরের প্রাকৃতিক পরিবেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চিংড়ি চাষকৃত এলাকায় ঘেরের লবণাক্ত কিংবা আধালবনাক্ত পানিতে প্রচুর পরিমাণে কাঁটা শ্যাওলা নামক জলজ উদ্ভিদ জন্মাতে দেখা যায়। চাষীদের ধারণা, কাঁটা শ্যাওলা ঘেরে থাকলে চিংড়ির রোগবালাই কম হয় ও উৎপাদন ভালো হয়।

কাঁটা শ্যাওলা (Najas indica)

প্রচলিত চাষ ব্যবস্থাপনায় উক্ত জলজ আগাছা সম্পূর্ণরূপে দমন করা হয়। চিংড়ির ঘেরের পানি, মাটি ও চিংড়ির স্বাস্থ্যের ওপর কাঁটা শ্যাওলার প্রভাব নির্ণয়ে চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র হতে একটি গবেষণা পরিচালনা করা হয়। কাঁটা শ্যাওলা (*Najas sp.*) হচ্ছে হাইড্রোক্যারিটেসি (*Hydrocharitaceae*) পরিবারের অন্তর্গত এক ধরনের জলজ উদ্ভিদ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এটি 'গাপ্পি গ্রাস' নামেও পরিচিত- যা অ্যাকুরিয়ামে সৌন্দর্য বর্ধনকারী উদ্ভিদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

গবেষণা ফলাফলে দেখা যায়, ঘেরে কাঁটা শ্যাওলার উপস্থিতি চিংড়ির বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে। প্রচলিত পদ্ধতিতে চাষকৃত চিংড়ির চেয়ে কাঁটা শ্যাওলা রয়েছে এমন ঘেরে চিংড়ির উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ হয় এবং প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে ৫০% খাবারও কম লাগে। গবেষণায় দেখা যায় যে, একটি ঘেরের মোট আয়তনের ২০% কাঁটা শ্যাওলা থাকলে সব থেকে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়; অন্যদিকে এর বেশি কাঁটা শ্যাওলা থাকলে চিংড়ির বৃদ্ধি বাধাগ্রস্থ হয়।

একইসাথে চিংড়ির রোগ প্রতিরোধে কাঁটা শ্যাওলা কাজ করে থাকে। প্রথমত, কাঁটা শ্যাওলায় বিদ্যমান জৈব কার্যকরী উপাদান ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। দ্বিতীয়ত, কাঁটা শ্যাওলায় অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল ক্ষমতা ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে চিংড়ি ঘের ও চিংড়িকে সুরক্ষিত রাখে। কাঁটা শ্যাওলার জৈব কার্যকারীতা বিশ্লেষণে দেখা যায়, কাঁটা শ্যাওলায় বিভিন্ন অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট উপাদান উল্লেখযোগ্য মাত্রায় রয়েছে। কাঁটা শ্যাওলা ক্ষতিকর ব্যাক্টেরিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকরী ভূমিকা রাখার পাশাপাশি চিংড়ির অন্যতম প্রধান ভাইরাসবাহিত রোগ হোয়াইট স্পট সিনড্রোম ভাইরাস (WSSV) এর বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করে। এছাড়াও, কাঁটা শ্যাওলার নির্যাস সমন্বিত ফিড (১মিগ্রা./কেজি বাণিজ্যিক ফিড) খাওয়ানোর পর WSSV এর বিরুদ্ধে অধিক সময় পর্যন্ত সুরক্ষা প্রদান করে থাকে।

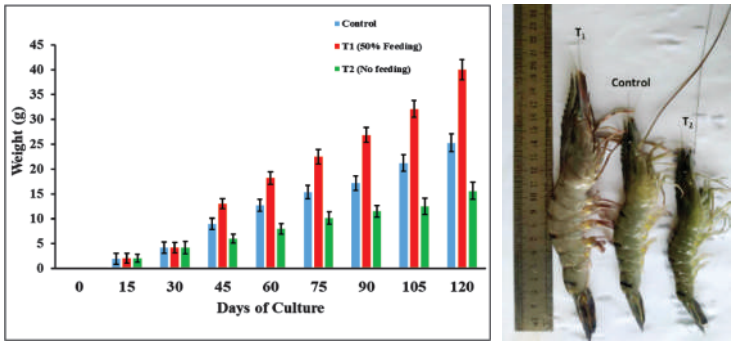

চিত্র: প্রচলিত পদ্ধতি ও কাঁটা শ্যাওলা সম্বলিত ঘেরে চিংড়ি বৃদ্ধির তুলনামূলক বিশ্লেষণ

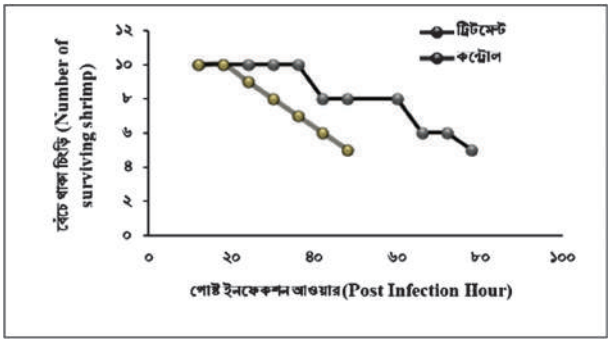

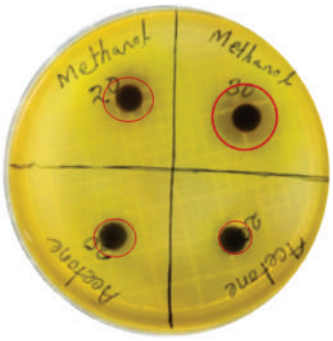

*চিত্র: কাঁটা শ্যাওলার অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল কার্যকারিতা- **(ক)** হোয়াইট স্পট সিনড্রোম ভাইরাস (WSSV) এর বিরুদ্ধে **(খ)** Vibrio parahaemolyticus ব্যাক্টেরিয়ার বিরুদ্ধে*

পরিমিত মাত্রায় কাঁটা শ্যাওলা ঘেরের পানিকে পরিষ্কার রাখে, পানির তাপমাত্রা কম রাখতে সাহায্য করে, ঘেরে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ কমায় ও চিংড়ির খোলস মোচনের সময় আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া কাঁটা শ্যাওলার গোড়ায় জন্মানো পেরিফাইটন চিংড়ির খাদ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। পরিশেষে বলা যায়, চিংড়ি ঘেরে পরিমিত মাত্রায় কাঁটা শ্যাওলা রাখলে ঘেরের পরিবেশ অনুকূল থাকে, চিংড়িকে সুস্থ রাখে ও চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়।

(রচনা: ড. এএসএম তানবিরুল হক, মো. তৌহিদুল ইসলাম, মো. সোয়েবুল ইসলাম ও ড. মো. হারুনর রশিদ)

গবেষণায় দেশে মহাশোল মাছের নতুন প্রজাতির সন্ধান

সম্প্রতি বিএফআরআই এর বিজ্ঞানীরা দেশে মহাশোল মাছের নতুন প্রজাতির সন্ধান পেয়েছে। ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা বান্দরবনের থানচি উপজেলার সাঙ্গু নদী থেকে প্রাপ্ত মহাশোল মাছের ওপর গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে নতুন প্রজাতির মহাশোল (*Tor barakae*) মাছের সন্ধান পায়। এ মাছটি আবাসস্থল হিসেবে গভীর পানি ও পানির তলদেশে যেখানে পাথরের পরিমাণ বেশি থাকে এমন জায়গা পছন্দ করে। তাই সাঙ্গু নদীর আন্ধারমানিক, বোরো মোদক ও লিগরিতে এই মাছ পাওয়া যায়। স্থানীয়ভাবে মাছটি ফড়ং ও মিকিমাউ নামে পরিচিত। ইনস্টিটিউটের স্বাদুপানি কেন্দ্র, ময়মনসিংহে কৌলিতাত্ত্বিক মৎস্য গবেষণাগারে প্রজাতি সনাক্তকরণের মলিক্যুলার পদ্ধতি *DNA* বারকোডিং এর মাধ্যমে নতুন প্রজাতিটি সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। প্রজাতিটির সাথে রেফারেন্স জিনোমের (*KJ936789.1*) ১০০% সাদৃশ্যতা পাওয়া গিয়েছে। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত দুই প্রজাতির মহাশোল (*Tor tor* ও *Tor putitora*) চিহ্নিত করা হয়েছে। বাহ্যিক দিক থেকে নতুন প্রজাতির মহাশোলের সাথে অন্য দুই প্রজাতির মহাশোলের বৈসাদৃশ্য রয়েছে। সোনালি রঙের আঁশসমৃদ্ধ সুস্বাদু এই মাছ বাংলাদেশে বিদ্যমান কার্পজাতীয় মাছের মধ্যে অন্যতম। কয়েক দশক আগেও বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চলে যেমন ময়মনসিংহ, সিলেট, নেত্রকোণা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের খরস্রোতা নদী, ঝর্ণা, লেক ও পার্শ্ববর্তী খালে-বিলে মহাশোল মাছ পাওয়া যেত। বর্তমানে বিভিন্নভাবে মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক কারণে এদেশে মহাশোলের বিচরণ কমে যাচ্ছে এবং প্রজননক্ষেত্র আশঙ্কাজনক হারে বিনষ্ট হচ্ছে। ফলে প্রাকৃতিক জলাশয়ে মহাশোলের প্রাপ্যতা মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে; বর্তমানে এ মাছটি প্রায় বিলুপ্তির পথে।

মহাশোল (Tor barakae)

(রচনা: ড. মো. আজহার আলী, ড. জোনায়রা রশীদ ও জনাব মো. এমদাদুল হক)

বাকৃবি'র মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ ও বিএফআরআই এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষরিত

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) এর মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ ও বিএফআরআই এর মধ্যে গত ১৮ ডিসেম্বর ২০২৩ সমঝোতা স্মারক (MoU) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. জুলফিকার আলী ও মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. মো. আবুল মনসুর। এ সময় মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের পাঁচটি বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. মো. আবুল মনসুর বলেন, এই চুক্তির ফলে যৌথ গবেষণার মাধ্যমে দেশের মৎস্য খাতের উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ ও মাঠ পর্যায়ের বাস্তবিক জ্ঞান অর্জনের অবাধ সুযোগ সৃষ্টি হবে। সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন বিএফআরআই এর স্বাদুপানি কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. অনুরাধা ভদ্র, গবেষণা ও ব্যবস্থাপনা শাখার মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. ডুরিন আখতার জাহানসহ ইনস্টিটিউটের অন্যান্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাবৃন্দ।

সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করছেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. জুলফিকার আলী ও মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. মো. আবুল মনসুর

বিএফআরআই এর ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কারিগরি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কারিগরি কমিটির ১ম সভা গত ২ ডিসেম্বর ২০২৩ ঢাকাস্থ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএফআরআই এর মহাপরিচালক ও কারিগরি কমিটির সভাপতি ড. মো. জুলফিকার আলী। সভায় কারিগরি কমিটির সম্মানিত সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভায় কারিগরি কমিটি কর্তৃক ইনস্টিটিউটের মোট ১০টি কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রে বাস্তবায়নের নিমিত্ত সর্বমোট ৫৪টি গবেষণা প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুমোদন দেয়া হয়।

ইনস্টিটিউটের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কারিগরি কমিটির সভায় কারিগরি কমিটির সদস্যগণের সাথে উপস্থিত বিএফআরআই এর মহাপরিচালক ড. মো. জুলফিকার আলী

নদী কেন্দ্র, চাঁদপুরে ফিস মিউজিয়াম উদ্বোধন

ইনস্টিটিউটের চাঁদপুরস্থ নদী কেন্দ্র সংস্কারকৃত ফিস মিউজিয়াম উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ২৪ ডিসেম্বর ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. জুলফিকার আলী চাঁদপুরস্থ নদী কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি কেন্দ্রের গবেষণা অগ্রগতি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন ও গবেষণার প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। পরিদর্শনকালে তিনি 'গবেষণা ও ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা' বিষয়ক ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৪র্থ কেন্দ্রীয় মাসিক সমন্বয় সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র প্রধান, সদর দপ্তরের শাখা প্রধানসহ কেন্দ্রের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। মহাপরিচালক মহোদয় ক্যাম্পাসে ফলজ গাছের চারা রোপণ, সংস্কারকৃত ফিস মিউজিয়াম উদ্বোধন ও গবেষণা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মেঘনা নদীতে ইলিশের নমুনায়ন সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন।

চাঁদপুরস্থ নদী কেন্দ্রে ফিস মিউজিয়াম উদ্বোধন করছেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. জুলফিকার আলী

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব জনাব মোহাং সেলিম উদ্দিন...

১ম পৃষ্ঠার পর

রামু উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ভোলা জেলায় জেলা প্রশাসক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। সুদীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও শিল্প মন্ত্রণালয়ে সিনিয়র সহকারী সচিব/উপসচিব/যুগ্মসচিব/অতিরিক্ত সচিব হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০২০ সালে সরকারের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন ও পরবর্তীতে ২০২১ সালে বিদ্যুৎ বিভাগে অতিরিক্ত সচিব পদে যোগদান করেন। অতঃপর ১৩ জানুয়ারি ২০২২ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে তিনি বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ১১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখের এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাঁকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হলে তিনি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন।

বিএফআরআই পরিদর্শনে পররাষ্ট্র সচিব

আসিয়ানভূক্ত দেশের মাননীয় রাষ্ট্রদূতগণসহ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মাসুদ বিন মোমেন ইনস্টিটিউটের সকল গবেষণা কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন

গত ৩ মার্চ ২০২৪ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাননীয় রাষ্ট্রদূত জনাব মাসুদ বিন মোমেন মহোদয়ের নেতৃত্বে আসিয়ানভূক্ত মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, লাওস, সিঙ্গাপুরের মাননীয় রাষ্ট্রদূতগণ ময়মনসিংহস্থ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তর ও স্বাদুপানি কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের শুরুতে পররাষ্ট্র সচিব মহোদয় ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. জুলফিকার আলী। পরবর্তীতে সম্মানিত রাষ্ট্রদূতগণ মাঠ পর্যায়ে বিলুপ্তপ্রায় মাছ চাষ গবেষণা, কৈ ও তেলাপিয়া মাছের জাত উন্নয়ন, কুচিয়ার পোনা উৎপাদন ও চাষ কৌশল এবং মেকং পাঙ্গাসের ব্রুড ব্যবস্থাপনা গবেষণা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় সম্মানিত পররাষ্ট্র সচিব মহোদয় ইনস্টিটিউটে কমলা লেবু গাছের চারা ও অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রদূত বিভিন্ন ফলজ গাছের চারা রোপণ করেন। ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. জুলফিকার আলীসহ অন্যান্য বিজ্ঞানী ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

মৎস্য সচিবের বিএফআরআই পরিদর্শন

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাং সেলিম উদ্দিন গত ৩ মার্চ ২০২৪ ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তর ও স্বাদুপানি কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এ সময় ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. জুলফিকার আলী বিএফআরআই সুবর্ণ রুই এর জাত উন্নয়ন, বিপন্নপ্রায় প্রজাতির দেশীয় মাছ সংরক্ষণ, মুক্তা চাষ, উন্নত জাতের কৈ ও তেলাপিয়া চাষ, কুঁচিয়ার পোনা উৎপাদন ও চাষ, মেকং পাঙ্গাসের ব্রুড ব্যবস্থাপনাসহ চলমান গবেষণা কার্যক্রম বিষয়ে সচিব মহোদয়কে অবহিত করেন। সচিব মহোদয় ইনস্টিটিউটের গবেষণা অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং গবেষণা অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। পরিদর্শনকালে ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. জুলফিকার আলী, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সৈয়দ মো. আলমগীর, ইনস্টিটিউটের অন্যান্য বিজ্ঞানী ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ইনস্টিটিউটে লিচু গাছের চারা রোপন করছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাং সেলিম উদ্দিন

ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. জুলফিকার আলীসহ আসিয়ান প্রতিনিধিবৃন্দ

আসিয়ান প্রতিনিধিগণের বিএফআরআই পরিদর্শন

দ্য অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথইস্ট এশিয়ান নেশসন (আসিয়ান) এর প্রতিনিধিগণ গত ৪ মার্চ ২০২৪ ময়মনসিংহস্থ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রতিনিধিগণ বাংলাদেশের টেকসই মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে বিএফআরআই এর ভূমিকা বিষয়ক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. জুলফিকার আলী। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা ও পরিকল্পনা) ড. মোহসেনা বেগম তনু, স্বাদুপানি কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. অনুরাধা ভদ্র, সদর দপ্তরের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. ডুরিন আখতার জাহান ও মো. শহীদুল ইসলামসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। সভা শেষে আসিয়ান প্রতিনিধিগণ ইনস্টিটিউট পরিচালিত চলমান মাঠ গবেষণা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন।

মৎস্য অধিদপ্তরের নতুন মহাপরিচালক সৈয়দ মো. আলমগীর

সৈয়দ মো. আলমগীর গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২৩ মৎস্য অধিদপ্তরের নতুন মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মহাপরিচালক হিসেবে যোগদানের পূর্বে তিনি মৎস্য অধিদপ্তরের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (পরিকল্পনা ও জরিপ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে মৎস্য বিষয়ে ১৯৮৭ সালে স্নাতক ও একই বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৮৮ সালে ফিশারিজ টেকনোলজি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। সৈয়দ মো. আলমগীর ১৯৯৩ সালে মৎস্য অধিদপ্তরে যোগদান করেন। সুদীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি মৎস্য অধিদপ্তরের উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উপ-প্রকল্প পরিচালক, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বিভাগীয় উপপরিচালক (ঢাকা বিভাগ), উপপরিচালক (প্রশাসন), প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (পরিকল্পনা ও জরিপ) ও পরিচালক (অভ্যন্তরীণ) হিসেবে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। চাকুরিজীবনে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তিনি থাইল্যান্ড, জার্মানি ও যুক্তরাজ্যে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণসহ (ToT) বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ২০১৯ সালে মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে ব্যক্তি অবদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় মৎস্য পুরস্কার হিসেবে স্বর্ণপদক ও বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার অর্জন করেন। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সদর উপজেলার কাজিপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জনক।

জাতির পিতার জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০৪তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষে গত ১৭ মার্চ ২০২৪ ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়। এ দিন মহাপরিচালক মহোদয়ের নেতৃত্বে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। দিনব্যাপী অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল শিশু-কিশোরদের মাঝে চিত্রাঙ্কন ও সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা, বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠান এবং দোয়া মাহফিল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. জুলফিকার আলী। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন সকলের নিকট অত্যন্ত প্রিয় একজন মানুষ, একজন সার্বজনীন নেতা। তিনি এ দেশকে ভালোবেসেই নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। এ সময় ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। জাতির জনক এর জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস একইসাথে ইনস্টিটিউটের অন্যান্য কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রে পালিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দিচ্ছেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. জুলফিকার আলী

বিএফআরআই এর 'বার্ষিক গবেষণা অগ্রগতি পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় উপস্থিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নাহিদ রশীদ

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এর 'বার্ষিক গবেষণা অগ্রগতি (২০২২-২৩) পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন (২০২৩-২৪)' শীর্ষক কর্মশালা গত ১৭-১৮ নভেম্বর ২০২৩ মেয়াদে ময়মনসিংহস্থ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নাহিদ রশীদ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে সম্মানিত সচিব বলেন, মাছের কাঙ্ক্ষিত উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সকলের জন্য আমিষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি রূপকল্প ২০৪১ এবং এসডিজি লক্ষ্যসমূহ অর্জন করে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গেস্ট অফ অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. মো. আবুল মনসুর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. আব্দুল কাইয়ুম ও মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খ. মাহবুবুল হক। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. জুলফিকার আলী।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউটের গবেষণা অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিষয়ক পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা ও পরিকল্পনা) ড. মোহসেনা বেগম তনু। কর্মশালায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক, মৎস্য চাষী ও উদ্যোক্তাগণসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আগত কার্যক্রমসমূহ

- বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক একুয়াকালচার এন্ড সীফুড প্রদর্শনী ২০২৪, ১-৩ জুন ২০২৪। বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টার (বিআইসিসি), ঢাকা।
- একাদশ আন্তর্জাতিক ফিশারিজ এন্ড একুয়াকালচার কনফারেন্স ২০২৪ (আইসিএফএ ২০২৪) ২৬-২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ব্যাংকক, থাইল্যান্ড। থিম: 'নেভিগেটিং টুওয়ার্ডস কার্বন-নিউট্রাল ফিশারিজ: সাসটেইনেবল দ্য ব্লু ইকোনমি ইন এ গ্রীন ফিউচার'।
- চর্তুদশ এশিয়ান ফিশারিজ ফোরাম (১৪এএফএএফ), ১২-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, নয়াদিল্লী, ভারত।

ফিশারিজ নিউজলেটার দেশ-বিদেশের সকল পর্যায়ের মৎস্য গবেষণা, উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য, উপাত্ত ও সমীক্ষা প্রচার করে থাকে। তথ্য প্রেরণের জন্য রচয়িতাদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। সম্পাদক যে কোন প্রবন্ধ, সংবাদ ও তথ্য নির্বাচন এবং সংক্ষিপ্ত করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। নিউজলেটারটি বছরের জানুয়ারি, এপ্রিল, জুলাই ও অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক : ড. মো. জুলফিকার আলী
সম্পাদনা পর্ষদ : ড. মোহসেনা বেগম তনু
: ড. অনুরাধা ভদ্র
: ড. মো. হারুনর রশিদ
: ড. ডুরিন আখতার জাহান
: ড. মো. লতিফুল ইসলাম
: ড. মো. আমিরুল ইসলাম
: ড. শফিকুর রহমান
প্রচার ও প্রকাশনা : এস. এম. শরীফুল ইসলাম

প্রকাশনায় : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ-২২০১

মুদ্রণে : ফিউশন প্রিন্টিং প্রেস, ময়মনসিংহ